শর্মিলা বসু
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি এবং
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো

সাবাশ বটে, ইনস্পেকটর ঘোটে

ডিটেকটিভ গল্পের পাতায় ইনস্পেকটর ঘোটের আবির্ভাব ছয়ের দশকে। প্রথম যখন বইগুলি বেরোয়, তখন বম্বে পুলিশের অফিসাররা বলেছিলেন, লেখক এইচআরএফ কিটিং নির্ঘাৎ তাঁদেরই কোনও অবসরপ্রাপ্ত অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ান অফিসার

বম্বের উপর চমকপ্রদ সন্ত্রাসবাদী হানার পর বম্বে পুলিশের আনেক সমালোচনা শোনা গিয়েছে। তাঁরা নাকি একেবারেই অবস্থা সামাল দিতে পারেননি। সম্প্রতি প্রভূত সমালোচনার টার্গেট বম্বে পুলিশ কমিশনার হাসান গফুরকে বদলি করা হয়েছে। অবশ্য তিনি বলেছেন, তার সঙ্গে গত বছরের আক্রমণ কোনও সম্পর্ক নেই। এসব খবর শুনতে শুনতে মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল, বম্বের যা দরকার তা হল এক আসল ইনস্পেকটর ঘোটে।

ডিটেকটিভ গল্পের পাতায় ইনস্পেকটর ঘোটের আবির্ভাব ছয়ের দশকে। প্রথম যখন বইগুলি বেরোয়, তখন বম্বে পুলিশের অফিসাররা বলেছিলেন, লেখক এইচআরএফ কিটিং নির্ঘাৎ তাঁদেরই কোনও অবসরপ্রাপ্ত অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ান অফিসার। তাঁরা কী করে জানবেন যে, তাঁদের হাঁড়ির খবর জানেন, এমন কায়দায় যিনি বম্বে সিআইডি-র এক সাধারণ ইনস্পেকটরের গোয়েন্দাগিরির গল্প লিখছেন, তিনি কোনও দিন বম্বে কেন, ভারতের কোথাওই পদার্পণ পর্যন্ত করেননি!

এইচআরএফ (হ্যারি) কিটিংয়ের চেহারাখানি রাবীন্দ্রিক। ব্রিটেনের ডিটেকটিভ গল্প লেখকদের জগতে তিনি হলেন যাকে বলে 'এল্ডার স্টেটসম্যান'। তাঁর 'ইনস্পেকটর ঘোটে' সিরিজের প্রথম বই 'দ্য পারফেক্ট মার্ডার' ক্রাইম রাইটারস' অ্যাসোসিয়েশনের গোল্ড ড্যাগার পুরস্কার পায়। ইসমাইল মার্চেন্ট গল্পটি নিয়ে সিনেমা তৈরি করেন, তাতে ইনস্পেকটর ঘোটের চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসিরুদ্দিন শাহ। ভিলেনের ভূমিকায় একমেবাদ্বিতীয়ম আমজাদ খান। সহ-অভিনেতাদের মধ্যে মধুর জাফরি, রত্না পাঠক শাহ ও সুইডিশ অভিনেতা স্টেলান স্কারগ্যার্ড, যিনি সম্প্রতি 'মামা মিয়া' ছবিতে অভিনয় করে হলিউডে নাম করেছেন।

ঘোটেকাহিনি, হ্যারিয়েট মার্টেনস নামে ইংরেজ মহিলা ডিটেকটিভ সিরিজ এবং আরও কয়েকটি বই মিলিয়ে কিটিং গোটা পঞ্চাশেক বই লিখেছেন। ১৯৮০ সালে তিনি 'মার্ডার অফ দ্য মহারাজা' বইয়ের জন্য দ্বিতীয় গোল্ড ড্যাগার পুরস্কার পান। তার পর ১৯৯৬ সালে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট'এর জন্য কার্টিয়ের ডায়মন্ড ড্যাগার। বহু দিন টাইমস পত্রিকায় ক্রাইম সমালোচক ছিলেন।

তা ভারতেই কোনও দিন যিনি যাননি, তিনি হঠাৎ বম্বে পুলিশের মধ্যে তাঁর নায়ক খুঁজে পেলেন কেন? দুষ্টু হেসে কিটিংয়ের উত্তর, 'আসলে আমার পাবলিশার বলেছিল, আমেরিকার বাজারের জন্য আমার লেখা নাকি বড্ড ব্রিটিশ। অতএব, অ্যাটলাস খুলে আঙুল পড়ল-- বম্বে!' প্রথমে কিটিং ভেবেছিলেন, তাঁর ভারতীয় ডিটেকটিভ হবেন ইনস্পেকটর ঘোষ। কিন্তু লোকেশন বম্বে বলে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করেন ইনস্পেকটর ঘোটে। তবু বাঙালি কানেকশনটা পুরোপুরি ছাড়েননি। ঘোটের স্ত্রী প্রতিমা হলেন বাঙালি-- তাও আবার খুবই স্বাধীনচেতা , ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা। আর ঘোটের একটা গল্পের প্রেক্ষাপট কলকাতা।

ঘোটে সিরিজ আরম্ভ করার পর কিটিং ভারতে গিয়েছেন বটে। এক দিন তিনি এয়ার ইন্ডিয়ার কাছ থেকে একটি চিঠি পান। ইনস্পেকটর ঘোটের স্রষ্টা কোনও দিন ভারতে যাননি শুনে মহা আশ্চর্য হয়ে তাঁরা তাঁকে তাঁদের অতিথি হিসেবে বম্বে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। সেখানে তাঁকে রাখা হয় তাজ মহল হোটেলে। পরে বিবিসি ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে কিটিং আরও কয়েকবার ভারতভ্রমণে গিয়েছেন।

গোটা বাইশ ইনস্পেকটর ঘোটে বই লেখার পর কিটিং কিছু দিন অন্য বই লিখেছিলেন, কিন্তু গত বছর থেকে তিনি ঘোটে সিরিজের 'প্রিকুয়েল' আরম্ভ করেছেন। এই নতুন সিরিজের দ্বিতীয় বই হল, সদ্যপ্রকাশিত 'আ স্মল কেস ফর ইনস্পেকটর ঘোটে?' প্রশ্নচিহ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই কেস প্রমাণ করে যে, ইনস্পেকটর ঘোটের কাছে কোনও কেসই 'ছোট' নয়। এই বইটির কেন্দ্রে এক গরিব পিওন, যার মৃত্যু ওপরওয়ালাদের কাছে এতই তুচ্ছ যে তাঁরা তাই নিয়ে পুলিশের সময় নষ্ট করতে চান না। কিন্তু ঘোটে ছাড়বার পাত্র নন। তিনি অনুসন্ধান চালিয়ে যান অফিসের বাইরে, তাঁর নিজের সময় ব্যবহার করে।

ইনস্পেকটর ঘোটের বইগুলির দুটো বিশেষত্ব আছে। একটা হল ঘোটের চরিত্র-- সাধারণ বাড়ির ছেলে, নানা দ্বিধায় বিদীর্ণ। কাজের চাপ ও বম্বে শহরে বাঁচার লড়াইয়ে হয়রান, ঘোটে মোটেই গতানুগতিক 'হিরো' নন। আর এক বৈশিষ্ট্য হল, কিটিংয়ের ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ। ঘোটের ভাবনাচিন্তা তিনি লিখেছেন এক রকম 'ভার্নাকুলার' ইংরেজিতে, একজন সাধারণ মরাঠিভাষী মধ্যবিত্ত ভারতীয় যে ভাবে ভাষা ব্যবহার করেন, তার কাল্পনিক অবতারে।

বম্বে পুলিশের অফিসাররা এমন সফল আন্তর্জাতিক ডিটেকটিভ সিরিজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দিব্যি খুশি। বহু বছর আগেই তাঁরা কিটিংকে বলেছিলেন, একটা আসল ইনস্পেকটর ঘোটে থাকলে কত সুবিধা হত। সে যাই হোক, বাস্তব যতই কঠোর হোক না-কেন, এক ব্রিটিশ ডিটেকটিভ লেখকের দৌলতে গল্পের জগতে বম্বে পুলিশের এক সাধারণ অফিসার ইনস্পেকটর ঘোটে, ছোট-বড় নির্বিশেষে ন্যায়ের পক্ষে লড়ে যাচ্ছেন।